আমাদিন

তারিখ 13 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকায় পকেট ভরেন অধ্যক্ষ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জ শহরের পোদ্দারবাড়ি এলাকায় অবস্থিত হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে অধ্যক্ষ বনাম ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে চলছে লড়াই। বারবার তারিখ করেও ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির টাকা না দেয়ায় উত্তেজিত ছাত্ররা অধ্যক্ষের রুমে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার পর শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে পরদিন ছাত্রদের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন অধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া।

জানা যায়, হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বছর বাস্তব প্রশিক্ষণ ভাতা এবং ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। সাধারণত পরীক্ষা শেষে এ টাকা বরাদ্দ আসে। বরাদ্দের বিষয়টি শুধু অধ্যক্ষ ও একাউন্ট্যান্ট অবগত থাকেন। অন্য শিক্ষকদের বিষয়টি জানানো হয় না। সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিনা নোটিশে এ বৃত্তির টাকা অধ্যক্ষ বিতরণ করে থাকেন।

অভিযোগ রয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়ার পরই বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। ক্যাম্পাসের গাছ বিক্রি এবং টেন্ডার জালিয়াতির পর অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির টাকায়ও ভাগ বসান তিনি। কোন ছাত্রছাত্রী বৃত্তির টাকা পাবে তার তালিকা প্রকাশ না করে এবং বিনা নোটিশে টাকা বিতরণ করা হয়। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের বৃত্তির টাকা নিতে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ বরাদ্দপ্রাপ্ত বৃত্তির টাকা থেকে তিনি ৪৮ হাজার ৩০০ টাকা স্বাক্ষর জাল করে পকেটস্থ করেন। এছাড়া যাদের টাকা দেয়া হয়, তাদের কাছ থেকে ৩০ থেকে ৪০ টাকা করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে তিনি কেটে রাখেন। সর্বশেষ তালিকায় যেসব ছাত্রছাত্রীর টাকা আত্মসাৎ করা হয়, সেখানে ধীরেন্দ্র নাথ বুদ্ধ নামে এক ছাত্র বৃত্তির টাকা আসার আগেই মারা যায়। এছাড়া অনেক ছাত্রছাত্রী বিদেশে চলে গেলে তাদের স্বাক্ষর দিয়েও অধ্যক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। প্রায় ২ মাস আগে অধ্যক্ষের এ জালিয়াতি ছাত্রছাত্রীদের কাছে ধরা পড়লে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিষয়টি সমাধানের স্বার্থে

হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

অধ্যক্ষ ছাত্রছাত্রীদের টাকা ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি তারিখ দেন। নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম হওয়ার পর গত রবিবার ছিল টাকা দেয়ার নতুন তারিখ। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষের কাছে টাকার জন্য গেলে তিনি টাকা উঠানো যায়নি এবং পরে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে তাদের বিদায় করেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষের এ আশ্বাসে বিশ্বাস না করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অধ্যক্ষ ভয়ে নিজ কক্ষে দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করেন। পরে শিক্ষ হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে পরদিন সোমবার ছ টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সোমবার সকালে সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা তাদের পাওনা টাকা অধ্যক্ষের কাছে গেলে তিনি আবারো টাকা দিতে অ করেন। এ সময় ছাত্রদের উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা পর্যায়ে অধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম নিজ কক্ষে ঢুকে বন্ধ করে দেন। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে বেলা দেড়টায় অধ্যক্ষ ছ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ মোঃ আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া যোগাযোগ করা হলে জানান, তিনি কারো স্বাক্ষ করেননি। এ ঘটনায় তৎকালীন একাউন্ট্যান্ট রহমানের বেতন আটকিয়ে দেয়া হয়।

সাবেক একাউন্ট্যান্ট মজিবুর রহমান বলেন, দায়িত্বকালীন সময়ে বন্যায় নিজবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হও দিনের অর্জিত ছুটিতে যাই। সে সময় অধ্যক্ষ হাজার ৩০০ টাকা দিয়ে যাই। কিন্তু বিনা কারণে বেতন আটকানো হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও জাহিদুল হক জানায়, তাদের স্বাক্ষর জাল করে টা হয়েছে। সেই টাকা ফেরত না দিলে বড় আন্দোলন হবে। রজমান আলী ও রাজন পাল জানায়, এ অধ্যক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে কোনে করেন না বরং তার জন্য বারবার ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত এ ব্যাপারে তারা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে